বাণিজ্যিক ব্যাংক
Commercial Bank

ইউনিট ৩

ভূমিকা

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তখন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অন্যদের অর্থ সম্পদ নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাখতো এবং তার বিনিময়ে সামান্য পরিমাণে কমিশন আদায় করতো। কিন্তু এরূপ কমিশনের ভিত্তিতে সম্পদ গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা কোথায় কিভাবে উৎপত্তি লাভ করেছিল সে সম্পর্কে কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সর্পিল গতিতে পথ চলতে চলতে এ পর্যন্ত এসেছে। সৃষ্টির সূচনা পর্ব থেকে অদ্যাবধি বাণিজ্যিক ব্যাংক তার বিভিন্নধর্মী এবং কল্যাণকর কার্যক্রমের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণ সঞ্চার করে আসছে, গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ ইউনিট থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, কার্যাবলী ও নীতিমালা, ঋণ-আমানত সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো বা বিভিন্ন বিভাগের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি অবগত হতে পারবেন। আসুন, ইউনিটটি শেষ করি এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা ও গুরুত্ব
পাঠ-৩.২ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতিমালা
পাঠ-৩.৩ : ঋণ আমানত সৃষ্টি
পাঠ-৩.৪ : বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি
পাঠ-৩.৫ : অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

মুখ্য শব্দমালা	বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যাংকার, অর্থ ব্যবস্থা।

পাঠ-৩.১ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা ও গুরুত্ব
Concept and Importance of Commercial Bank

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা

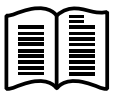

এক কথায়, বাণিজ্যিক স্বার্থে যে সকল ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্র করেই আধুনিক ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পূর্বসূরি হলো প্রাচীনকালের মহাজন, বণিক, স্বর্ণকার ও সাহুকার শ্রেণীর লোক।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হলো ঃ

অধ্যাপক রোজার বলেছেন, যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ এবং অর্থের মূল্য নিয়ে কারবার করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। ছোট হলেও এ সংজ্ঞাটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পুরো পরিচয় বহন করে।

অধ্যাপক আর.এস সেয়ার্স-এর মতে, বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধু অর্থের কারবারই করে না, বরং অর্থের গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদকও বটে।

অধ্যাপক এ. নাথ-এর মতে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো মুনাফা অর্জনকারী একটি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। অধ্যাপক এইচ. এল. হার্টের মতে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম হলো যাদের নিকট থেকে অর্থ জমা নেয়া হয়েছে বা চলতি হিসাবে যাদের অর্থ জমা রাখা হয়েছে, তাদের ইস্যুকৃত চেকের মূল্য পরিশোধ করা। এ সংজ্ঞায় মুনাফা অর্জনের বিষয়টি না আসলেও এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পুরো কার্যক্রম তুলে ধরেছে।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে বাণিজ্যিক ব্যাংক:

ক) একটি মধ্যস্থ আর্থিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান;
খ) অর্থ এবং অর্থের মূল্য নিয়ে কাজ করে;
গ) মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে;
ঘ) এক পক্ষের নিকট থেকে স্বল্প সুদে অর্থ সংগ্রহ করে;
ঙ) সংগৃহীত অর্থ বেশি সুদে অন্য পক্ষকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে;
চ) জমাকারীদের অর্থ চেকের মাধ্যমে বা নগদে পরিশোধ করে এবং

এক পক্ষ থেকে অর্থ গ্রহণের সুদ এবং অপর পক্ষকে ঋণদানের সুদের মধ্যকার পার্থক্যই হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফা।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মধ্যস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বল্প সুদে এক পক্ষ থেকে গৃহীত টাকা বর্ধিত সুদে অপর পক্ষকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে, চেকের মূল্য পরিশোধ করে ও বিল বাট্টাকরণ করে। জনগণ বাণিজ্যিক ব্যাংকে অর্থ জমা না রাখলে তার পক্ষে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে না। এ কারণে বলা হয়, "বাণিজ্যিক ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারী করে।" নানা ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে।

সম্পূর্ণ সরকারের উদ্যোগে গঠিত পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। সরকার ইচ্ছে করলে এরূপ ব্যাংক নতুন রূপে গঠন করতে পারে বা প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংককে জাতীয়করণ করে এরূপ ব্যাংক সৃষ্টি করতে পারে। বেসরকারি মালিকানার উদ্যোগে যে বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বিশ্বের অধিকাংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকই বেসরকারি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে এরূপ ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক ইত্যাদি। যে বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় এবং আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে জড়িত থাকে, তাকে বিনিময় বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এই ব্যাংকের কার্যের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক বিনিময় বিল ভাংগানো, প্রত্যয়পত্র খোলা, ব্যাংক ড্রাফট প্রচার এবং আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বৈদেশিক বিনিময় বিভাগ বা শাখা খুলে বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন করে আসছে।

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

কতিপয় আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাদেরকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংক। যে সকল ব্যাংক শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হতে পারে না, তাকে অতালিকাভুক্ত ব্যাংক বলা হয়। এবার আসুন, আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। নিচে বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **সংগঠনঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত যৌথমূলধনী কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় আইন বলে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপিত হয়। যেমন, আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরপর বিশেষ আইন জারি করে সরকারি মালিকানায় ছয়টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলো হলো সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পুবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংক।

২. **মালিকানাঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারী কিংবা সরকারী যে কোন ধরনের মালিকানা বিশিষ্ট হতে পারে। বেসরকারী এবং সরকারী যৌথ মালিকানায়ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

৩. **সদস্যের সীমাবদ্ধতাঃ** যৌথ মালিকানায় বানিজ্যিক ব্যাংকের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা হলো সাত জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা অনুমোদিত মূলধন ও প্রতিটি শেয়ারের নামিক মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে)। অংশীদারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা কিন্তু দশ জনের বেশি হতে পারে না। বাংলাদেশে অংশীদারী বাণিজ্যিক ব্যাংক নেই।

৪. **প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক একক ব্যাংকিং বা যে কোন প্রকৃতি বিশিষ্ট হতে পারে। বর্তমানে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কোথাও একক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাই। পৃথিবী জোড়া শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থাই প্রসার লাভ করেছে। আমাদের দেশে শাখা ব্যাংকিং-এর প্রচলন রয়েছে।

৫. **ঋনের ব্যবসায়ীঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের আরেকটি অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য হলো, এটি ঋণের ব্যবসায়ী, পন্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী নয়। এটি অর্থের কারবার করে, অন্য কিছুর নয়। ব্যাংক অর্থ ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবসা করতে পারে না।

৬. **মুনাফা অর্জনঃ** মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মুলতঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফার সাথে সাথে জনকল্যাণের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে। এ কারণে প্রায় বছর সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে মূলধন ভর্তুকি দিতে হয়।

৭. **ব্যবসায়ের উপাদানঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হলো টাকা-পয়সা। টাকা-পয়সা লেনদেন করা এর মুখ্য কাজ। এ জন্য বলা হয়, ব্যাংকের Input ও output উভয়ই টাকা।

৮. **আমানত গ্রহণঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগনের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আমানত হিসাবে গ্রহণ করে। আমানতী টাকা লগ্নী করে মুনাফা অর্জন করে।

৯. **ঋণ সৃষ্টিঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণের পাশাপাশি ঋণ মঞ্জুরের মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টি করে।

১০. **বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টিঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চেক ইস্যু করে। চেক লেনদেনের একটি সহজ মাধ্যম।

১১. **স্বল্পমেয়াদী ঋণের ব্যবসায়ঃ** আমানতী টাকা চাইবামাত্র পরিশোধ করতে হয় বলে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে কোন দেশের মুদ্রা বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহকারী হিসাবে সমধিক পরিচিত। অবশ্য কোন কোন দেশে আজকাল বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদী ঋণও দিয়ে থাকে।

১২. **ঝুঁকি গ্রহণঃ** ঋণ মঞ্জুর, প্রত্যয়পত্র খোলা ইত্যাদি সব রকম ব্যাংকিং কার্যেই ঝুঁকি নিহিত। বাণিজ্যিক ব্যাংক এসব ঝুঁকি সম্বলিত কার্যাবলী সম্পাদন করে মুনাফা অর্জন করে।

জানা হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য। এবার আসুন, এর গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে নিই।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব সর্বাধিক। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে । অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে সহায়তা করে তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **মূলধন গঠনঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় সংগ্রহ করার মাধ্যমে মূলধন গঠনে সাহায্য করে। মূলধন দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য অপরিহার্য। বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলধন গঠন করে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে।

২. **সঞ্চয়ে অনুপ্রাণিতকরণঃ** দেশের অভ্যন্তরে মূলধন গঠন করে শিল্পখাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণকে সঞ্চয় বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতী টাকার উপর অধিক হারে সুদ প্রদান করে জনসাধারণকে টাকা-পয়সা সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ছাড়াও, আমানতী টাকা হেফাজতে রাখার নিশ্চয়তা দেয়। ফলে জনসাধারণ সঞ্চয় বাড়াতে উৎসাহ পায়।

৩. **কৃষির উন্নয়নঃ** বর্তমানে অনেক দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য কৃষি-ঋণ সরবরাহ করে। কৃষি-ঋণ প্রদানের ফলে কৃষকেরা ভালোভাবে কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় করতে পারে। এতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক শ্রেণির জীবন ধারণের মানের উন্নতি হয়।

৪. **আঞ্চলিক উন্নয়নঃ** অর্থনৈতিক প্রগতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উন্নয়নশীল দেশে একথা সর্বাধিক সত্য। কারণ এসব দেশে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন সর্বদাই পরিদৃষ্ট হয়। অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সাথে শুধু শিল্পের জন্যই অর্থসংস্থানের দরকার হয় না, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও এর প্রয়োজন। অর্থনীতির এ জটিল প্রক্রিয়ার নাড়িবিন্দু হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

৫. **অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সহায়তাঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করে, বিনিময়ে বিল ভাঙ্গায়, অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য করে এবং আরও বিবিধ কর্ম সম্পাদন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে অপরিসীম সহায়তা করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক না থাকলে ব্যবসা বাণিজ্যে নিঃসন্দেহে স্থবিরতা সৃষ্টি হতো। ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় গ্রহণ করে দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে স্থানান্তরিত করে। যেখানে তহবিল নিষ্ক্রিয় থাকে সেখান থেকে তা সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক এটিকে অন্যত্র উৎপাদনশীল কার্যে বিনিয়োগ করে। এভাবে ব্যাংক আন্তঃআঞ্চলিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে সমতা আনয়নে সহায়তা করে।

৬. **আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে অর্থ-সংস্থানঃ** রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক যথেষ্ট সহায়তা করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ-সংস্থান ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিণত হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধু রপ্তানির দলিলপত্র ও প্রত্যয়পত্রের (এল/সি) স্থানান্তর এবং পরামর্শ প্রদান নিয়েই ব্যস্ত থাকে না। রপ্তানি ক্ষেত্রে অর্থ-সংস্থান ছাড়াও বিদেশী বাজার ও খরিদ্দার সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করে।

৭. **দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতাঃ** বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও মারাত্মক আকারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি যাতে বাস্তবায়িত হতে পারে, সে জন্য সহযোগিতা করে থাকে।

৮. **মুদ্রার অর্থনৈতিক ব্যবহারঃ** চেকের মাধ্যমে ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পাদিত করে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রার অর্থনৈতিক ব্যবহারে সহায়তা করে। চেকের ব্যবহারের ফলে টাকা হারানোর ভয় দূর হয়। ব্যাংকিং-এর উন্নয়নের ফলে বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম টাকার পরিবর্তে চেক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার রাতারাতি বেড়েই চলেছে।

৯. **স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহঃ** স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বৃহদাকার উৎপাদন ও বন্টনে সহায়তা করছে। চলতি মূলধনের জন্য স্বল্পকালীন ঋণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ব্যাংক ব্যবসায়ীদের চলতি মুলধনের সমস্যা দূরীভূত করে শিল্পোৎপাদনের সাবলীল গতি অব্যাহত রাখে।

১০. **বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টিঃ** ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা পুজিঁর প্রয়োজন বোধ করলে তারা তা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঞ্চিত তহবিল হতে সংগ্রহ করতে পারে। ব্যাংকগুলোও লাভজনক শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তহবিল বিনিয়োগ করতে দ্বিধা করে না। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

১১. **জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদান করে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যেই গতির সঞ্চার করে না, এগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করে দেশের ভিতরে মুদ্রাস্ফীতি রোধেও সহায়তা করে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টি, উৎসাহ বৃদ্ধি ও অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রমের দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সম্মিলিতভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

১২. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টিঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ড্রাফট, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। বিনিময়ের এই মাধ্যমসমূহ নগদ অর্থের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় বলে এগুলো অর্থ স্থানান্তরের খরচ হ্রাস করে এবং জনগণ ও ব্যবসায়ীদের লেনদেন সহজতর করে।

১৩. **ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তাঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সঠিকভাবে সহায়তা না করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে দেশের ভেতরে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োগকৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিশেষ ভুমিকা পালন করতে পারে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এই ব্যাংক সমাজের এক পক্ষের নিকট থেকে স্বল্প সুদে অর্থ গ্রহণ করে এবং বেশি সুদে অপর পক্ষকে ঋণ দান করে। মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে সরকারি, বেসরকারি, যৌথ মালিকানাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক হতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পাদিত কার্যাবলীর আলোকে ইহাকে সাধারণ, বিশেষায়িত, বিনিয়োগ, সঞ্চয়ী এবং মিশ্র ইত্যাদি রূপে বিন্যাস্ত করা যায়। ব্যাংকিং পদ্ধতির আলোকে এটিকে একক, শাখা, চেইন, গ্রুপ এবং মিশ্র ব্যাংকিং হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। অপর দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে ইহাকে তালিকাভুক্ত এবং অ-তালিকাভুক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়। দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক ইতিবাচক অবদান রাখছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী?
   ক. আর্থিক কল্যাণ — খ. মুনাফা অর্জন
   গ. জন কল্যাণ — ঘ. সামাজিক উন্নয়ন

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
   ক. মধ্যস্থ ব্যবসায়ী — খ. মধ্যস্তকারী
   গ. মধ্যস্থ আর্থিক — ঘ. বিশেষায়িত

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   ক. সামাজিক উন্নয়ন — খ. কর্মসংস্থান
   গ. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি — ঘ. নোট ছাপানো

৪. কোনটি সাধারণ ব্যাংকিং কার্য হিসাবে বিবেচিত হয়?
   ক. ভ্রমণে সহায়তা — খ. তারল্য সংরক্ষণ
   গ. অবলেখন — ঘ. উপদেষ্টা

৫. বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম কী?
   ক. জনতা ব্যাংক লি: — খ. সোনালী ব্যাংক লি:
   গ. উত্তরা ব্যাংক লি: — ঘ. ইসলামী ব্যাংক লি:

৬. কোন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক সার্টিফিকেট ইস্যু করে?
   i. আর্থিক স্বচ্ছলতা — ii. আর্থিক নিশ্চয়তা
   iii. ব্যবসায়ের সুনাম
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii — খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii — ঘ. i, ii ও iii

৭. চেকের অর্থ আদায় ও পরিশোধ হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের–
   i. সাধারণ কাজ — ii. প্রতিনিধিমূলক কাজ
   iii. সেবামূলক কাজ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii — খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii — ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী এবং নীতিমালা
Functions and Principles of Commercial Bank

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংক ব্যবসায়ের নীতিমালার বিবরণ দিতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধু মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানই করে না, বাণিজ্যিক আরো কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করে। আলোচনার সুবিধার্থে এগুলোকে ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলো-

ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী

খ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

গ) জনহিতকর বা কল্যাণমূলক কার্যাবলী

ঘ) বিবিধ কার্যাবলী।

নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী (General Banking Functions)

১. আমানত গ্রহণ ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল কাজ হলো বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করা। এটি মানুষের বিক্ষিপ্ত ও অলস আমানত গ্রহণ করে এবং পরে তা উৎপাদনমুখী কাজে ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত চলতি হিসাব, স্থায়ী হিসাব এবং সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে থাকে। জনগণের আমানত গ্রহণ এবং লাভজনক বিনিয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. ঋণ প্রদানঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে যে অর্থ সংগ্রহ করে তার কিছু অংশ আমানতকারীদের দৈনন্দিন দাবি মিটানোর পর বাকি অর্থ ব্যবসায়ীদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এভাবে ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে।

৩. ঋণ আমানত সৃষ্টিঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের ঋণ মঞ্জুর করার পর নগদে অর্থ প্রদান না করে একটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। ফলে মক্কেলদের হিসাবে মঞ্জুরকৃত ঋণের অব্যবহৃত টাকা জমা থাকে। এভাবে ঋণ মঞ্জুর করে ব্যাংক নতুন আমানত সৃষ্টি করে, যা ব্যাংকের তহবিল ও ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৪. সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন সুবিধাঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ মক্কেলদের চাইবামাত্র প্রদান করতে হয়। চলতি হিসাব থেকে মক্কেল কার্যদিবসে যত বার খুশি টাকা উত্তোলন করতে পারে। সঞ্চয়ী হিসাবে নিয়মমাফিক সপ্তাহে দুই বার এবং মেয়াদী হিসাবে মেয়াদ-শেষে সুদসহ টাকা উত্তোলন করা যায়।

৫. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টিঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ক্রেডিট কার্ড, ড্রাফট, পে-অর্ডার, প্রত্যয়পত্র, বিনিময় বিল ইত্যাদি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সে কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এ কার্যক্রমগুলো মুদ্রা সরবরাহের উল্লেখযোগ্য অংশ।

৬. লাভজনক বিনিয়োগঃ মুনাফা অর্জন মুখ্য উদ্দেশ্য বিধায় বাণিজ্যিক ব্যাংক সংগৃহীত আমানত সর্বোচ্চ লাভজনক খাতে বিনিয়োগে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে মূলধনের নিরাপত্তা, সর্বোচ্চ মুনাফা এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনা করে অর্থ বিনিয়োগ করে। ফলে ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৭. **মূলধন গঠনঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা স্থাপন করে জনগণের নিকট থেকে অর্থ সঞ্চয় করে। এভাবে সঞ্চিত অর্থ দেশের মূলধন গঠনে এবং দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থ যোগানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৮. **বিনিময় বিল বাট্টাকরণঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিল মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নির্দিষ্ট হারে ভাংগিয়ে তাদের অর্থের যোগান দেয়। ফলে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই অর্থ পেয়ে ব্যবসায়ীগণ উপকৃত হয় এবং প্রাপ্ত বাট্টা ব্যাংকের লাভ হিসেবে থাকে।

৯. **ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্যঃ** দেশের অর্থ ও মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য কেন্দ্রীয়ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়নে সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকে।

১০. **বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তাঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমদানি-রপ্তানি তথা বৈদেশিক বাণিজ্যে সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকে। মক্কেলের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দেয়, বিনিময় হার নির্ধারণ করে এবং ট্রান্সফারের মাধ্যমে বৈদেশিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে দেয়।

সাধারণ কাজের বাইরেও বাণিজ্যিক ব্যাংক নানা ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে। আসুন, এগুলো জেনে নেই।

খ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী (Agency Functions of Commercial Banks)

১. **বিবিধ অর্থ আদায় এবং পরিশোধঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের পক্ষে চেক, বিনিময় বিল, ড্রাফট, হুন্ডি ইত্যাদির টাকা সংগ্রহ করে। আবার মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে চাঁদা, প্রিমিয়াম, ভাড়া, বিল ইত্যাদি পরিশোধ করে।

২. **শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলের পক্ষে তার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে থাকে। অপর দিকে, সরকারি বন্ড, সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়েও এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সাহায্য করে। এসকল কাজের বিনিময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক কমিশন পেয়ে থাকে।

৩. **অছি হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে তার সম্পত্তির জিম্মাদারের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৪. **গোপনীয়তা রক্ষাঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলের হিসাবের তথ্যগুলোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে। আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই ব্যাংক এই কাজ করে থাকে।

৫. **নিরাপত্তা বিধানঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের সঞ্চিত সকল আমানতের নিরাপত্তা বিধান করে। এছাড়া লকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মূল্যবান জিনিস যেমন অলংকার, দলিলপত্র, বন্ড, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এর জন্য ব্যাংক বাৎসরিক একটি ফি আদায় করে।

৬. **বিলে স্বীকৃতি এবং অর্থ প্রেরণঃ** বিনিময় বিলকে বাণিজ্যের প্রাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। সে কারণে, বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দেয় এবং মক্কেলের পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করে। এতে ব্যবসায়ের কার্যক্রম সাবলীল থাকে।

৭. **অবলেখক হিসেবে কাজঃ** নতুন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করার সময় ব্যাংক অবলেখক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। ব্যাংক কখনো নিজেই তা কিনে নেয়। ফলে নতুন কোম্পানির শেয়ার-ঋণপত্র বিক্রির অনিশ্চয়তা হ্রাস পায়।

৮. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিঃ** যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে নিকাশ ঘর নেই সেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে অর্থ গ্রহণ ও প্রদান করে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণা, সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করার পাশাপাশি অংশগ্রহণও করে।

গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের জনহিতকর কার্যাবলী (Public Utility Functions of Commercial Banks)

বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত জনহিতকর বা কল্যাণমূলক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ

১. অর্থ প্রেরণঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে অর্থ প্রেরণে মক্কেলকে সাহায্য করে।

২. নগদ ক্রয়ের ঝুঁকি হ্রাসঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রাম্যমান চেক, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি ব্যবহার করে নগদ অর্থ ছাড়াই প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী কেনা যায়। ফলে ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৩. ভ্রমণকারীদের সাহায্যঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড, ড্রাফট, ভ্রাম্যমান চেক ও চেক ইস্যু করে ভ্রমণে উৎসাহী জনগণকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে থাকে। এ ছাড়া বর্তমানে অন-লাইন ব্যাংকিং প্রবর্তন করে পৃথিবীর যেকোন দেশ থেকে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ করে দিয়েছে।

৪. স্বচ্ছলতার সনদ প্রদানঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের বিদেশ ভ্রমণে আগ্রহী ব্যক্তি এবং বিদেশে পড়াশুনায় আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে সনদ পত্র প্রদান করে থাকে। কারণ ব্যাংকই একজন ব্যক্তির সচ্ছলতার বিষয়ে ভালভাবে জানে।

৫. পরামর্শ প্রদানঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের প্রয়োজনে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে। ব্যাংক পেশাদার লোক নিয়োগ করে এরূপ কার্যসম্পাদন করে। তারা ব্যবসায়ের না বিষয়ে পারদর্শী এবং মক্কেলকে পরামর্শ দিয়ে বিশেষ উপকার করে।

ঘ) বিবিধ কার্যাবলী

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক আরো কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে, সেগুলো হলো-

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের সুবিধার্থে অনেক সময় সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করে;
২. এটি জনশক্তির উন্নয়নে নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।
৩. ব্যাংক ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।
৪. ব্যাংকিং কার্যক্রমের উপর নিয়মিত বিভিন্ন রিপোর্ট ও সাময়িকী প্রকাশ ও প্রচার করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতিমালা (Principles of Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত: সুদের ব্যবসা করে। যদিও ইসলামি ব্যাংক মুনাফার বিনিময়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তাই তাকে আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কাজে সর্বোচ্চ দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। এ কারণে ব্যাংককে কতিপয় নীতিমালা মেনে চলতে হয়। আসুন, এগুলো আলোচনা করি।

১. তারল্যের নীতি (Principle of Liquidity) ঃ এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নীতি। মক্কেলদের জমাকৃত অর্থ চাইবামাত্র ফেরৎ দেয়ার ক্ষমতাই হলো তারল্য। এ নীতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট পরিমাপের অর্থ সব সময় নগদে সংরক্ষণ করে। সেখান থেকে চাইবামাত্র মক্কেলদের চেকের অর্থ পরিশোধ করতে পারে। যদি ব্যাংক মক্কেলের অর্থ চাইবামাত্র ফেরত না দিতে পারে তাহলে ঐ ব্যাংকের প্রতি মানুষের সন্দেহ হবে এবং সকলে একযোগে অর্থদাবী কবলে আর দিতে পারবে না। এতে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাবে।

২. নিরাপত্তার নীতি (Principle of safety) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাণ হলো আমানতকারীদের অর্থ। তাই আমানতের এবং বিনিয়োগের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

৩. সচ্ছলতার নীতি (Principle of solvency) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন ও আর্থিক সংগতি থাকতে হবে। লাভজনক বিনিয়োগ ও আমানতকারীদের আস্থা অর্জনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

৪. দক্ষ বিনিয়োগ নীতি (Efficient investment policy) ঃ সংগৃহীত আমানত বিনিয়োগ করেই বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। এ বিনিয়োগ লাভজনক হলে অর্জনও ততো বেশি হবে। এজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে সবচেয়ে লাভজনক ও নিরাপদ খাতে অর্থ বিনিয়োগে যত্নবান হতে হয়।

৫. **মুনাফার্জন নীতি (Principle of profit earning) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন করা। এ জন্য তাকে অধিক আমানত সংগ্রহ করতে হয় এবং সংগৃহীত আমানত থেকে কাম্য মাত্রায় তারল্য রেখে বাকী তহবিল সর্বোচ্চ মুনাফাজনক খাতে বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হয়।

৬. **আস্থা অর্জন নীতি (Principle of creating confidence) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংককে অবশ্যই আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে হয়। এ নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যাংক জনগণের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারে। আস্থার অভাবে ব্যাংকের দেওলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭. **সঞ্চয় নীতি (Principle of saving) ঃ** জনগণের সঞ্চয়ের উপর বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত, বিনিয়োগ এবং মুনাফা নির্ভর করে। এ নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বোচ্চ আমানত সংগ্রহের জন্য জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহী করে এবং কখনো বর্ধিত সুযোগসুবিধাও প্রদান করে থাকে।

৮. **মিতব্যয়িতার নীতি (Principle of economy) ঃ** ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা খরচ বেশি হলে স্বাভাবিকভাবেই মুনাফা কমে যাবে। সেজন্য সর্বক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন করে মিতব্যয়ীতার নীতি অনুসরণ করতে হয়।

৯. **উত্তম সেবার নীতি (Principle of better service) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংককে সাফল্য নিশ্চিতের জন্য আমানতকারী ও গ্রাহকদের উত্তম সেবা নিশ্চিত করতে হয়। আমানতকারীগণ যেখানে ভালো সেবা, সুযোগ-সুবিধা পায় সেখানেই অর্থ সঞ্চয় করে। তাই উত্তম সেবা দিয়ে তাকে মক্কেলদের মধ্যে ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

১০. **সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা নীতি (Principle of efficient management) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি, কলাকৌশল ও নীতিমালা সঠিকভাবে প্রয়োগের উপর। এ নীতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করবে।

১১. **বিশেষায়নের নীতি (Principle of specialization) ঃ** এই নীতির আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংককে তার সকল কার্যক্রমকে কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়। কর্মীদের যোগ্যতার আলোকে কার্য বন্টন করে দেওয়া হয়। কখনো বিশেষ শাখাকে বিশেষ ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১২. **সময়ানুবর্তিতার নীতি (Priniciple of punctuality) ঃ** এই নীতির মূল কথা হলো নির্বাচিত সময়ের মধ্যে মক্কেলদের সেবা প্রদান করা। মক্কেলদের চেক পরিশোধ, অর্থজমা, ডি.ডি., টি.টি. এবং অন্যান্য সেবাদানে ব্যাংককে সতর্ক হতে হবে।

১৩. **গোপনীয়তার নীতি (Principle of secrecy) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি মূলনীতি হলো মক্কেলের হিসাব সংক্রান্ত সকল তথ্যের বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা। এতে ব্যাংকের প্রতি মক্কেলদের অবস্থা বৃদ্ধি পায়।

১৪. **সুসম্পর্কের নীতি (Principle of better relation) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ (কর্মী-ব্যবস্থাপনা) এবং বাহ্যিক (মক্কেল-ব্যাংকের) সুসম্পর্ক স্থাপন ও সংরক্ষণ করা। এতে ব্যাংকের সেবার মান উন্নত হবে।

১৫. **প্রচারের নীতি (Principle of publicity) ঃ** প্রচারের নীতি অনুযায়ী ব্যাংক সংবাদপত্র, বেতার, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রচার কার্যের দ্বারা স্বীয় উপস্থিতি, সেবা কর্মাদি, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা-অভিজ্ঞতার কথা সহজেই জনগণকে অবিহিত করে।

১৬. **উন্নয়নমূলক নীতি (Principle of development) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো ত্রিপাক্ষিক উন্নয়ন অর্থাৎ ব্যাংক তার সার্বিক কার্যক্রমের দ্বারা নিজের মক্কেলদের এবং সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করে।

১৭. **শাখা স্থাপন নীতি (Principle of branch establishment) ঃ** ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে জনবহুল এলাকায় শাখা স্থাপনের নীতি অনুসরণ করতে হয়। এই নীতির আলোকে ব্যাংক নূতন শাখা স্থাপনে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প এলাকা, জনবহুল এলাকা এবং লোকজনের জীবন যাত্রার মান ইত্যাদি বিবেচনা করে।

১৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক নীতি (Principle of good-relation with central Bank) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংককে সর্বদাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ মানতে হয় এবং বিনিময়ে সহযোগিতা পায়।

১৯. সুনামের নীতি (Principle of goodwill) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক উপরে বর্ণিত সকল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে অর্থ বাজারে তার সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্ধিত সেবা দ্বারা, তহবিলের নিরাপত্তা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা সব সময়ই সুনাম বৃদ্ধির কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৫টি নীতি খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

ব্যাংক ব্যবসায়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কার্যাবলীগুলো হলো আমানত গ্রহণ, ঋণপ্রদান, ঋণ আমানত সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন, বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, মূলধন গঠন, বিল বাট্টাকরণ, ঋণ নিয়ন্ত্রণে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য। বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাকে যেমন অর্থ প্রেরণ, নগদ ক্রয়ের ঝুঁকি হ্রাস, অর্থসংস্থান, ভ্রমণকারীদের সাহায্য স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান ও পরামর্শ প্রদান। অপর দিকে সুষ্ঠুরূপে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনাম বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে কিছু আবশ্যকীয় নীতিমালা মেনে বলতে হয়। ইহার মূল নীতিলার মধ্যে রয়েছে তারল্য, নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা, দক্ষ বিনিয়োগ, মুনাফা অর্জন, আস্থা অর্জন, সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা, উত্তম সেবা, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, বিশেষায়ণ, সময়ানুবর্তিতা, গোপনীয়তা, সুসম্পর্ক, প্রচার, উন্নয়ন, শাখা স্থাপন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক এবং সুনাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি?
   ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে প্রাপ্ত ঋণ — খ. ঋণপত্র ইস্যুর মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ
   গ. শেয়ার মূলধন — ঘ. আমানতকারীর জমাকৃত অর্থ

২. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিল গঠনে বাহ্যিক উৎস?
   ক. সঞ্চিতি তহবিল — খ. উত্তম বিনিয়োগ
   গ. চাহিবা মাত্র দেয় ঋণ — ঘ. জমাকৃত আমানত

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কী?
   ক. লকার ভাড়া — খ. ঋণের সুদ
   গ. বিল বাট্টাকরণ — ঘ. অবলেখন কী

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্ত পত্র কী?
   ক. আর্থিক কার্য নিরূপণ — খ. সম্পত্তি ও লাভের হিসাব বিবরণী
   গ. মূলধন ও সম্পত্তির হিসাব বিবরণী — ঘ. অর্থনৈতিক নীতির রূপরেখা

৫. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ?
   ক. ঋণ দান — খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
   গ. ঋণ তদারকি — ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

৬. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাকের কার্য বহির্ভূর্ত?
ক. আমানত সংগ্রহ
খ. ঋণ দান
গ. ঋণদান নিয়ন্ত্রণ
ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি?
ক. আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ
খ. প্রাইম ব্যাংক লিঃ
গ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
ঘ. সিটি ব্যাংক লিঃ

৮. বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী হলেও মাঝে মাঝে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। যেমন–
i. স্বল্পমেয়াদি ঋণের ঝামেলা এড়াতে চায়
ii. যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদি আমানত সংগ্রহ করতে পারে
iii. যথেষ্ট পরিমাণে অলস টাকা জমা থাকে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ হলে-
i. অছি হিসাবে দায়িত্ব পালন
ii. অবলেখকের কাজ
iii. অর্থ আদায় ও পাওনা পরিশোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১০. কোন কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের মধ্যমনি বলা হয়?
i. অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ
ii. বৈদেশিক বিনিময়ে সহায়তা
iii. অর্থ বাজারের সকল পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি কোনটি?
ক. অবস্থানের নীতি
খ. গোপনীয়তার নীতি
গ. প্রচারের নীতি
ঘ. তারল্যের নীতি

১২. কোন নীতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বদা নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে থাকে?
ক. নিরাপত্তার নীতি
খ. তারল্য নীতি
গ. সচ্ছল্বলতার নীতি
ঘ. ঋণদান নীতি

পাঠ-৩.৩ ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি
Creation of Loan Deposits

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঋণ আমানত সৃষ্টির পদ্ধতি বা কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি

সংজ্ঞা ঃ বাণিজ্যিক ঋণ কার্যক্রম মুদ্রা সরবরাহের বিরাট অংশ। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি, অর্থের উপযোগ ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ প্রতিটি ঋণই একটি আমানত সৃষ্টি করে। এম.এন. মিশ্রা বলেন- "Deposits create loans and loans create deposits." অর্থাৎ আমানত ঋণ সৃষ্টি করে এবং ঋণ আমানত সৃষ্টি করে। ঋণ প্রদানের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের টাকা সরাসরি না দিয়ে ঋণগ্রহীতার নামে হিসাব খুলে সেই হিসাবে জমা দেয়। ফলে প্রদত্ত অর্থ ব্যাংকেই থেকে যায় এবং এতে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পায়। ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজন অনুযায়ী চেক কেটে ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করে। সাধারণতঃ ঋণগ্রহীতা পুরো ঋণকৃত অর্থই একবারে তুলে নেয় না। ঋণদান থেকে আমানত, পুনঃআমানত থেকে ঋণদান প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। এই প্রক্রিয়ায় আমানত সৃষ্টিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত-ঋণ এবং ঋণ-আমানত বলে। এই প্রক্রিয়ায় ঋণের পরিমাণ যতো বৃদ্ধি হয়, আমানতের পরিমাণও ততো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্য পদ্ধতিতেও ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে। যেমন- সম্পদ ক্রয়, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়, জমাতিরিক্ত ঋণদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে যদি ব্যাংক নগদ অর্থ পরিশোধ না করে "Account Payee" চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করে, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন আমানত সৃষ্টি হয়। নিচে একটি উদাহরণের মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

জনাব **সিদ্দিক** তার সোনালী ব্যাংক হিসেবে ২০,০০০ টাকা জমা দিল। সোনালী ব্যাংক এ জমা থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য ১০% (২০,০০০ × ১০%) অর্থাৎ ২,০০০ টাকা হাতে রেখে বাকী (২০,০০০-২০০০) ১৮,০০০ টাকা জনাব **জামানকে** ঋণ প্রদান করলো। জনাব জামানকে টাকা নগদে না দিয়ে তার ব্যাংক হিসাবে জমা করা হলো। এই জমাকৃত টাকার ১০% (১৮০০০× ১০%) অর্থাৎ ১৮০০ রেখে ব্যাংক জনাব **খালিদকে** ১৬,২০০ টাকা ঋণ প্রদান করলো। এবং পূর্ব নিয়মেই নগদে টাকা না দিয়ে মিঃ খালিদের ব্যাংক হিসেবে জমা করলো। এই জমাকৃত টাকা থেকে ১০% অর্থাৎ ১,৬২০ টাকা তারল্য রেখে বাকি ১৪,৫৮০ টাকা মিসেস **জাহানকে** প্রদান করলো। এর ফলে দেখা যায়, ৩ (তিন) হাত অর্থাৎ জামান, খালেদ ও জাহানের হাত বদল হয়ে জনাব সিদ্দিকের ২০,০০০ টাকার আমানত ব্যাংকের জন্য ২০,০০০+১৮,০০০+১৬,২০০+১৪,৫৮০ = ৬৮,৭৮০ টাকার ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এরূপে আমানত পুনঃঋণদানের সুযোগ যতো বেশি হবে, ব্যাংকের ঋণ আমানতের পরিমাণও ততো বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ঋণ আমানত সৃষ্টির পদ্ধতি বা কৌশল (Methods of Creation of Loan Deposits)

বাণিজ্যিক ব্যাংক টাকা প্রচলন করতে না পারলেও ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশলগুলোকে আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করতে পারি ঃ

১. **জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করেঃ** জনগণ তাদের অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে যা ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত। এ আমানতের একটি অংশ সংরক্ষিত রেখে ব্যাংক ঋণদান করে। ফলে আমানত থেকে ঋণের সৃষ্টি হয়। এভাবে একটি প্রাথমিক আমানত থেকে কয়েকগুণ ঋণ আমানতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে তা রিজার্ভে সংরক্ষণের হারের উপর নির্ভরশীল। নিম্নের সূত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

$a \times \frac{1}{r}$ এখানে, a = প্রাথমিক মূল আমানত = ২০,০০০

r = বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণের হার = ১০%

এক্ষেত্রে প্রাথমিক আমানত থেকে সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ হলো ঃ

$২০,০০০ \times \frac{১}{১০\%} = ২০,০০০ \times \frac{১}{০.১} = ২০,০০০ \times ১০ = ২,০০,০০০$ টাকা।

যদি বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণের হার ২০% হয়, তবে

$২০,০০০ \times \frac{১}{২০\%} = ২০,০০০ \times \frac{১}{০.২} = ২০,০০০ \times ৫ = ১,০০,০০০$ টাকা।

সংরক্ষিত রিজার্ভের পরিমাণ ২০% হলে প্রাথমিক আমানত হবে ১০ গুণ অর্থাৎ ২,০০,০০০ টাকা এবং তা ২০% হলে প্রাথমিক আমানত হবে ৫ গুণ অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা আমানতের সৃষ্টি হয়।

২. **ঋণদানের মাধ্যমে ঋণ আমানতের সৃষ্টি ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন ঋণ প্রদান করে তখন ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকে একটি হিসাব খোলার অনুরোধ করে। ঋণের অর্থ পরিশোধ না হলে ব্যাংক হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। ঋণ গ্রহীতা পুরো অর্থ একবারে উত্তোলন না করে প্রয়োজন অনুযায়ী চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে। ফলে প্রদত্ত ঋণের অর্থ ব্যাংকে থেকে যায় যা ব্যাংকের জন্য একটি আমানত।

৩. **সম্পদ ক্রয় করে ঋণ আমানত সৃষ্টি ঃ** ব্যাংক যখন কোন সম্পদ ক্রয় করে তার মূল্য নগদে পরিশোধ না করে চেকের মাধ্যমে তা পরিশোধ করে থাকে। প্রাপক চেকটি তার ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়। এতে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পায়।

৪. **বিনিময় বিল বাট্টাকরণঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কোন বিনিময় বিল বাট্টাকরে তখন তার মূল্য চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে। ফলে চেকটি আবার ব্যাংক হিসাবে এসে জমা হয় এবং এতে ব্যাংকে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৫. **শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় শেয়ার, সিকিউরিটি, ঋণপত্র, সরকারি বন্ড ক্রয়ের মূল্য দাগকাটা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে ঋণ সৃষ্টি করে। অপর দিকে চেকের মূল্য বিক্রেতার ব্যাংক হিসাবে জমা হয়ে আমানত সৃষ্টি করে।

ঋণ আমানত সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা (Limitations of creating loan deposits)

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা থাকলেও বিভিন্ন কারণে সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা বা সীমাবদ্ধতাগুলোকে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **নগদ তহবিলের স্বল্পতা ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা নির্ভর করে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণের উপর। আমানতের একটি অংশ সংরক্ষিত রেখে বাকিটা ঋণ দেয়া হয়। আমানতের পরিমাণের উপর ঋণের মাত্রা নির্ভর করে। অনেক সময় আমানত তহবিলের স্বল্পতার কারণে ব্যাংক পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করতে পারে না।

২. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতিঃ** দেশের ঋণের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ঋণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংরক্ষিত রিজার্ভের পরিমাণ বা বাট্টার হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

৩. **ঋণগ্রহীতার অভাবঃ** বাজারে মন্দাভাব দেখা দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের চাহিদা কমে যায়। ফলে ঋণগ্রহীতার অভাবের কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক পর্যাপ্ত ঋণদান করতে পারে না।

৪. **যথার্থ জামানত বা নিরাপত্তার অভাবঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদানের পূর্বে ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে চায়। অনেক সময় যথার্থ জামানত না পেয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান থেকে বিরত থাকে।

৫. **কু-ঋণের প্রভাব ঃ** প্রদত্ত ঋণ মেয়াদ শেষে আদায় না হলে বা বাধার সৃষ্টি হলে কু-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যখন কু-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন ব্যাংক ইচ্ছাকৃতভাবেই নতুন ঋণদানে বিরত থাকে।

৬. **বাজারে নগদ অর্থের প্রাচুর্যঃ** অনেক সময় জনগণ তাদের সঞ্চিত ও অলস অর্থ ব্যাংকে না রেখে হাতেই রেখে দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৭. **সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাঃ** দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না থাকলে বাজারে ঋণের চাহিদা কমে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশল খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন করতে না পারলেও ঋণদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি, অর্থের উপযোগ ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি কতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান নগদ না দিয়ে ব্যাংক হিসাবের মাধমে দেয়া হয়। ফলে গ্রহীতার ঋণ ব্যাংকে আমানত সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত যে প্রক্রিয়ায় অর্জিত হয়, তাকেই ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশল বা পদ্ধতি বলা যায়। এর মধ্যে রয়েছে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ, ঋণদানের মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টি, সম্পদ ক্রয় করে, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, শেয়ার সিকিউরিটি, ক্রয় এবং জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?
   ক. গ্রামীণ খ. বাণিজ্যিক
   গ. সমবায় ঘ. কেন্দ্রীয়

২. কোন ব্যাংক জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করে থাকে?
   ক. ঢাকা ব্যাংক খ. রূপালী ব্যাংক
   গ. ব্রাক ব্যাংক ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

৩. ATM কী?
   ক. এক প্রকার হিসাব পদ্ধতি খ. এক প্রকার অর্থ উত্তোলনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র
   গ. এক প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিল ঘ. এক প্রকার ব্যাংক ড্রাফট

৪. প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে কোন ব্যাংক?
   ক. গ্রামীণ ব্যাংক খ. ঢাকা ব্যাংক
   গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ. বাংলাদে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সৃষ্ট সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বিনিময়ের মাধ্যম কোনটি?
   ক. টাকা খ. পে-অর্ডার
   গ. চেক ঘ. ব্যাংক ড্রাফ

৬. ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশল হচ্ছে–
   i. চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ ii. নগদে ঋণের অর্থ প্রদান
   iii. ঋণের পরিধি বিস্তৃতকরণ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৩.৪ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি
Creation of Medium of Exchange

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টির বিষয়টি বর্ণনা করতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি (Creation of Medium of Exchange by Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুদ্রা ছাপানোর এখতিয়ার নেই কিন্তু বিভিন্নভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংকের বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টির বিভিন্ন কৌশলগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১. চেক (Cheque)ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সৃষ্ট বহুল প্রচলিত মাধ্যম হলো চেক। হিসাব খোলার সময় ব্যাংক এই চেক তার গ্রাহকদের প্রদান করে যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. ডেবিট কার্ড (Debit Card)ঃ ডেবিট কার্ড এর মাধ্যমে ব্যাংকের জমাকৃত অর্থের বিনিময়ে যেকোন পরিমাণ কেনাকাটা করার সুযোগ রয়েছে।

৩. ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)ঃ এটিও বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট একটি বিনিময়ের মাধ্যম। ব্যাংকে টাকা না থাকলেও ক্রেডিট কার্ডের গ্রহীতা নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ব্যয় করে কেনাকাটা করতে পারেন।

৪. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র (Bank Draft)ঃ ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বাণিজ্যিক ব্যাংকের আরেকটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এর মাধ্যমে সহজেই টাকা আদান-প্রদান করা যায়। এর মাধ্যমে লেনদেনে কোন ঝুঁকি থাকে না।

৫. পে-অর্ডার (Pay Order)ঃ পে-অর্ডার বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট একটি বিনিময় মাধ্যম যার মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদান করা যায়।

৬. বিশেষায়িত এটিএম (ATM-Only) কার্ডঃ ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় কিছু বিশেষ এটিএম কার্ড ইস্যু করে। এর মাধ্যমেও লেনদেন করা যায়।

৭. এলসিপত্র (Letter of Credit) ঃ আর্ন্তজাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এলসি একটি বহুল ব্যবহৃত ঋণের দলিল। বাণিজ্যিক ব্যাংক এটি ইস্যু করে। প্রত্যয়পত্র বাট্টাকরণের মাধ্যমে এই দলিল হস্তান্তর করা যায়। যা আদতে বিনিময়ের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট তিনটি বিনিময় মাধ্যমের বিবরণ দিন।

সারসংক্ষেপ:

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি : বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুদ্রা ছাপানোর এখতিয়ার কিন্তু বিভিন্নভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংকের সৃষ্ট বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

চেক, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, পে-অর্ডার, বিশেষায়িত এটিএম, এলসিপত্র।

উপরোক্ত বিভিন্ন বিনিময়ের মাধ্যমগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট যাকিনা মূল বিনিময়ের মাধ্যম বিহিত মুদ্রার নানান রূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের কোন ব্যাংক সর্বপ্রথম ATM কার্য চাল করে।

ক. অই ব্যাংক | খ. HSBC ব্যাংক

গ. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ঘ. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

২. অনলাইন ব্যাংকিং নিচের কোনটি প্রয়োজন কমিয়েছে?

ক. পে-অর্ডার | খ. ব্যাংক ড্রাফট

গ. চেক | ঘ. গ্যারান্টি পত্র

৩. প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে কে?

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক | খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

গ. কৃষি ব্যাংক | ঘ. ADB ব্যাংক

৪. বিনিময়ের আসল মাধ্যম কোনটি?

ক. চেক | খ. ড্রাফট

গ. ক্রেডিট কার্ড | ঘ. মুদ্রা

৫. কিসের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে?

ক. বিল বাট্টাকরণ | খ. প্রত্যয়পত্র ইস্যু

গ. চেক ইস্যু | ঘ. পে-অর্ডার

৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থ স্থানান্তর মাধ্যম হল–

i. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র | ii. টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (TT)

iii. অনলাইন ব্যাংকিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii | খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা
Role of Banks in the Economic Development of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা (Role of Commercial Banks in the Economic Development of Bangladesh)

বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ কার্যক্রম এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীন ও বৈদিশেক বাণিজ্যে সহায়তা করে। নিচে ব্যবসায়- বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো ঃ

ক) অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা (Role of commercial banks in domestic trade & commerce):

১. ঋণ ও অগ্রিম প্রদান (Granting loan and advance)ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন রকম ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করে তাদের আর্থিক মূলধনের চাহিদা পূরণ করে।

২. লেনদেন নিস্পত্তি (Settlement of transaction): ব্যবসায়-বাণিজ্যের লেনদেন হতে সৃষ্ট দেনা-পাওনা নিস্পত্তি ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পাদন করা হয়। নিরাপদ এবং সহজেই লেনদেন নিস্পত্তি করে ব্যবসায়ীগণ ঝুঁকিমুক্ত থাকে।

৩. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি (Creating medium of exchange)ঃ লেনদেনের সুবিধার্থে ব্যাংকগুলো চেক, বন্ড, ঋণপত্র, সিকিউরিটিজ, ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্ট করে। বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য এ ব্যাংক এরূপ প্রকারের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে থাকে।

৪. বিলের বাট্টাকরণ (Discounting bill of exchange): বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রকার বিল মেয়াদের পূর্বে বাট্টার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়ে দেয়। ফলে ব্যবসায়ীদের আর্থিক সংকট দূর হয় ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

৫. অর্থের স্থানান্তর (Money transfer): ব্যাংক ইস্যুকৃত চেক, ভ্রমনকারীর চেক, হুন্ডি, পে-অর্ডার প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থের স্থানান্তর করতে পারে। এর ফলে নগদ অর্থ লেনদেন ও অর্থ স্থানান্তরের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৬. বিভিন্ন দেনা-পাওনা আদায় ও পরিশোধ (Settlement of payment): বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ীদের টাকা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করে নানা প্রকার দেনা-পাওনা আদায় ও পরিশোধ করে থাকে।

৭. মূল্যবান দলিলপত্রাদি সংরক্ষন (Protection of valuable papers): ব্যবসায়ীদের মূল্যবান দলিলপত্র, ঋনপত্র, চুক্তিপত্র ইত্যাদি ব্যাংক তার লকারে নিরাপদে সংরক্ষণ করে।

৮. সনদ প্রদান (Issue of certificate): বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকদের সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা, কারবারী আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে সনদ প্রদান করে এবং তৃতীয় পক্ষের সুনাম ও আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে সনদ সংগ্রহ করে।

৯. উপদেগ প্রদান (Counselling): ব্যাংক মক্কেলের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে উপদেশ ও পরামর্শদানের মাধ্যমে উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায় বাণিজ্যের দরকারী তথ্যের সরবরাহ করে ব্যাংক ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করে থাকে।

১০.প্রতিনিধিত্ব (Representation): ব্যাংক মক্কেল-ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্ব পালন করে। যেমন: পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, শেয়ার ইস্যু, প্রিমিয়াম আদায়, লভ্যাংশ সংগ্রহ, সুদ প্রদান, কর্মচারীদের বেতন প্রদান, তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদন, বিনিময় বিলের স্বীকৃতি ও মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে।

খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে ভূমিকা (Role in Foreign Trade):

বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন ব্যবসায়-বাণিজ্যেই সাহায্য করেনা, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদনেও বিশেষভাবে সহায়তা করে। কারণ বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ব্যতীত আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করা অসম্ভব। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বৈদেশিক বাণিজ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভুমিকা আলোচনা করা হলো ঃ

১. প্রত্যয়পত্র ইস্যু (Issuing letter of credit): আন্তর্জাতিক বানিজ্যে অচেনা আমদানিকারককে বাকিতে পণ্য সরবরাহ করতে রপ্তানিকারক আস্থা পায় না। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফলে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সহজ হয়।

২. আনুষ্ঠানিকতা পালন (Compliance with formalities): আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের কাগজপত্র ও দলিলপত্র লেনদেনসহ সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলতে হয়। এরূপ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের সকল কাজ আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো করে থাকে।

৩. বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণদান (Granting loan in foreign trade): দেশের চাহিদা এবং প্রতাশিত আয় অনুসারে বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণদান করে। আমদানী রপ্তানীকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে যথাযথ আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে।

৪. বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ (Collection of foreign currency): আমদানিকারকদের আমদানি বিল পরিশোধের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে আমদানিকারককে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৫. বিনিময় বিলের স্বীকৃতি ও পরিশোধ (Acceptance and payments of bill of exchange): ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলের স্বীকৃতি ও তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়ে ব্যবসায়ের গতি স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ৫টি ভূমিকা খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা অনেক। বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্র করেই দেশের কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য শিল্প তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে পারি। সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন, সঞ্চয়ে অনুপ্রেরণা, ঋণদান, ঋণ আপাতত সৃষ্টি, মুনাফাজনক বিনিয়োগ, বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, কৃষি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাহায্য, বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য, প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালন, লকার সুবিধা প্রদান, সরকারি, উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য, ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, অর্থ ও মুদ্রা বাজার উন্নয়ন এবং সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অর্থ বাজারের মধ্যমনি বলা হয় কোন ব্যাংককে?

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক　　খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

গ. বিশেয়াতি ব্যাংক　　ঘ. শিল্প ব্যাংক

২. বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের ক্ষেত্রে-

i. বাংলাদেশ ব্যাংক দিক নির্দেশনা প্রদান করে

ii. বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ প্রদানের সাথে সম্পক্ত থাকে

iii. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ঋণ প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

একগুচ্ছ প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও। একটি আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীর বর্ণনা দাও।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাহাকে বলে? বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যঅংক হিসাবে সোনালী ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কি বুঝ? সোনালী ব্যাংকের কার্যাবলীর বর্ণনা দাও।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি একটি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিভাবে সাহায্য করে তাহা ব্যাখ্যঅ কর।

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাহাকে বলে? বাংলাদেশের একটি আদর্শ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৬. (ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক কাহাকে বলে?
(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কি?
(গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্ধৃত্তপত্রের নমুনা অংকন কর এবং উহাতে সম্পত্তি ও দায়ের দফাগুলি সাজাও।

৭. (ক) "বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমণি" বলা হইয়া থাকে -আলোচনা কর।
(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবসায়ের মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর।

৮. (ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক বলিতে কি বুঝ?
(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক- ব্যবসায়ের মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর।

৯. বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পার্থক্য নির্ণয় কর।

১০. ব্যাংকের আমানত কিভাবে সৃষ্টি হয়? ঋণ কি আমানত সৃষ্টি করিতে পারে?

১১. "বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করে" -উক্তিটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

১২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান নীতি কিরূপ হওয়া উচিত?

১৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে উহার তহবিল গঠন করে এবং অগ্রিম প্রদানের সময় কি কি নীতি অনুসরণ করে?

সংক্ষেপ

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকে দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

২. বাণিজ্যিক ব্যঅংকের ছয়টি প্রধান কার্যাবলীর নাম উল্লেখ কর।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয় না কেন?

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলনীতি কি কি?

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তা নীতি বর্ণনা কর।

৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের "তারল্য নীতি" কি?
৭. ব্যাংকের তারল্য বলিতে কি বুঝ?
৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্রের একটি নমুনা প্রদান কর।
৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব কি?
১০. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজগুলি কি কি?
১১. ব্যাংকের আমানত কিভাবে সৃষ্টি হয়?
১২. বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?
১৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে ঋণ সৃষ্টি করে?
১৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎসসমূহ কি কি?
১৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি দেখাও।
১৬. "ঋণ আমানত সৃষ্টি করে" বলিতে কি বুঝ?
১৭. আমাদের দেশে কোন্ কোন্ প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক কাজ করিতেছে?
১৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফার উৎসগুল কি কি?
১৯. "ঋণের তত্ত্বাবধান- জামানতের তত্ত্বাবধান নয়"-বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদানের প্রেক্ষাপটে উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্নাবলী

১. পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড হঠাৎ করে বড় বড় লাভজনক খাতে ঋণদান ও বিনিয়োগ করে সংকটে পড়েছে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বড় আমানত সংগ্রহের চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গ্রাহকদের চেকের অর্থ পরিশোধে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ নতুন নতুন কর্মসূচি দিয়ে আমানত সংগ্রহের তাগিদ দিচ্ছে।
ক. গ্রুক ব্যাংকিং কী?
খ. ব্যাংকের উন্নয়নে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ভুমিকা কী? বর্ণনা করুন।
গ. 'পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড' ব্যাংকিং নীতি অনুযায়ী কোন ধরনের সংকটে পড়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. পদ্মা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

২. রোলেক্স ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। এসিস্ট আইটি নামক একটি আইটি ফার্ম তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য রোলেক্স ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব চালু করে। রোলেক্স ব্যাংক এসিস্ট আইটি-এর হিসাবে আমানত জমা করে এবং তা উত্তোলনের জন্য এসিস্ট আইটিকে এটিএম কার্ড প্রদান করা হয়। এসিস্ট আইটি তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য রোলেক্স ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ ও কিছু বিল বাট্টাকরণ করে।
ক. বিল বাট্টাকরণ কী?
খ. ঋণ আমানত সৃষ্টি বলতে কী বোঝায়?
গ. রোলেক্স ব্যাংক কীভাবে মুনাফা অর্জন করে? বর্ণনা করুন।
ঘ. এসিস্ট আইটির ব্যবসায় সম্প্রসারণে রোলেক্স ব্যাংকের ভুমিকা মূল্যায়ন করুন।

৩. মি. নাহিদ সংবাদপত্রের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানতে পারল যে, বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে তারল্য সম্পদ জমা নেই। কারণ হিসেবে তিনি বুঝতে পারলেন যে, কিছু অসাধু বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করার ফলে এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করতে পারে না। তিনি মনে করেন স্বল্পমেয়াদি ঋণদানই বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য উত্তম।
ক. সোনালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ কত?
খ. আমানত ঋণ সৃষ্টি করে এবং ঋণ আমানত সৃষ্টি করে কীভাবে?
গ. মি. নাহিদ বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি ঋণদানকে অগ্রাধিকার দেয় কেন? বর্ণনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকসমূহের সুরক্ষার জন্য কী ধরনের কৌশল গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৪. মেসার্স মনি এন্ড জনি একটি অংশীদারি ব্যবসায়। অংশীদারগণ ব্যবসায়ের লেনদেনের জন্য স্বাধীনতা ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন। কারণ অংশীদারগণ জানতেন যে, স্বাধীনতা ব্যাংক অর্থবাজারের মধ্যমণি। স্বাধীনতা ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগ করে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে।

ক. গ্রামীণ ব্যাংক কখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রযুক্তির নীতিসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. মেসার্স মনি এন্ড জনি কোং-এর অংশীদারগণ স্বাধীনতা ব্যাংককে কেন অর্থবাজারের মধ্যমণি বলেছেন? বর্ণনা করুন।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বাধীনতা ব্যাংক যে ধরনের ভুমিকা পালন করেছে তা মুল্যায়ন করুন।

৫. ক্যাপিটাল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও তালিকাভুক্ত একটি ব্যাংক। ক্যাপিটাল ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার পূর্বে তাদের তহবিল সংগ্রহের জন্য শেয়ার এবং সেভিংস বন্ড ইস্যু ও মক্কেলদের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতকে বিবেচনা করেছিল। ক্যাপিটাল ব্যাংক ঋণের সুদ ও দলিল ইস্যুর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্য ঠিক করলো।

ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি?

খ. তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ৩টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

গ. ক্যাপিটাল ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের সম্ভাব্য সকল উৎস বর্ণনা করুন।

ঘ. ক্যাপিটাল ব্যাংক সম্ভাব্য কোন কোন ক্ষেত্র থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? মতামত দিন।

৬. বাংলাদেশের প্রথম সারির অন্যতম একটি ব্যাংক হলো স্বপ্নচূড়া ব্যাংক। ব্যাংকটি বাংলাদেশের ব্যাংকের আদেশ পালন করে প্রতিনিধি হিসেবে ঋণ নিয়ন্ত্রণে প্রভাব রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক স্বপ্নচূড়া ব্যাংককে নির্দেশনা দিয়ে নিজের অধীনে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে অপ্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

ক. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কোন শ্রেণির ব্যাংক?

খ. চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে নাম লিখুন।

গ. স্বপ্নচূড়া ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান? বর্ণনা করুন।

ঘ. স্বপ্নচূড়া ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংক পরস্পর সম্পর্কিত'- উক্তিটির যথার্থতা তুলে ধরুন।

৭. মি. রেহানা বেগম একজন চাকরিজীবী। তিনি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তিনি মোহাম্মদপুরে ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি ফ্ল্যাট কিনবেন। ফ্ল্যাটটি ক্রয় করার জন্য তার ৩০ লক্ষ টাকার ঋণের প্রয়োজন হয়। তিন পিবিএস ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করলেন। পিবিএস ব্যাংক ৩০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করলো কিন্তু সেখানে ১০% বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি জমা রেখে ২৭ লক্ষ টাকা রেহানা বেগমকে নগদ প্রদান না করে তার আমানত হিসাবে প্রদান করলেন।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন ধরনের ঋণ প্রদান করে?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২টি মূলনীতি ব্যাখ্যা করুন।

গ. পিবিএস ব্যাংক যে পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করে তার সীমাবদ্ধতাগুলো বণনা করুন।

ঘ. রেহানা বেগমকে পিবিএস ব্যাংক যে পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করেছে তার সম্ভাব্য কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করুন।

৮. স্বপ্ন ব্যাংকের দুই লক্ষ আমানতকারীদের মধ্যে একজন আমানতকারী হলেন কমল রোজারিও। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তিনি স্বপ্ন ব্যাংকের মাধ্যমে তার যাবতীয় ব্যাংকিং কাজ সম্পাদন করেন। স্বপ্ন ব্যাংক কমল রোজারিও-এর একজন প্রতিনিধি হিসেবে অর্থ আদায় ও পাওনা পরিশোধ করে এবং অর্থ ও সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা

করে। তাছাড়া, স্বপ্ন ব্যাংক মূলধন গঠন করে তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সরকারি আর্থিক নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

ক. সোনালী ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র বলতে কী বোঝেন?

গ. স্বপ্ন ব্যাংক তার গ্রাহক কমল রোজারিওর পক্ষে যে সকল কার্যাবলি পালন করছে তা বর্ণনা করুন।

ঘ. স্বপ্ন ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পালন করার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে কী ভূমিকা রাখছে? মূল্যায়ন করুন।

৯. আরমান একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের জন্য প্রভাত নামক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলো। ব্যাংকটি ঋণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলো, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদের ঋণ প্রদান করতে পারবে না বলে জানালো। আরমান দীর্ঘমেয়াদের জন্য ঋণের পরামর্শ চাইলে ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করতে বলল। আরমান বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলে আরমানের কারখানা পরিদর্শন করে তাকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণের ব্যবস্থা করে দিল।

ক. পে-অর্ডার কী?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎসগুলো কী কী?

গ. প্রভাত ব্যাংকের ম্যানেজার আরমানকে ঋণ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে বললেন কেন? বর্ণনা করুন।

ঘ. বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক আরমানের মতো উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখে তা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ : ১. খ ২. গ ৩. গ ৪.খ ৫.খ ৬. খ ৭. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ : ১. ঘ ২.ঘ ৩.খ ৪.গ ৫.খ ৬.গ ৭.গ ৮.গ ৯.ঘ ১০.ঘ ১১. ঘ ১২. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ : ১. খ ২.ঘ ৩.খ ৪.খ ৫.গ ৬.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ : ১. ঘ ২.খ ৩.গ ৪.ঘ ৫.খ ৬.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ : ১. খ ২. ক